যুগান্তর

তারিখ: 24 MAY 2016 পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ৭

শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

— শেখ হাসিনা

বাসস

সরকারের দেয়া সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, দেশকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে হবে। জাতীর পিতা সোনার বাংলা গড়ার জন্য যে সোনার ছেলেমেয়ে চেয়েছিলেন— এইতো আমার সোনার ছেলেমেয়ে। এরাই তো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশকে উন্নত করবে, সমৃদ্ধশালী করবে। এদের থেকেই একদিন মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হবে।'

প্রধানমন্ত্রী রোববার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৬ এবং ২০১৫ সালের নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের সেরা ২৪ মেধাবীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রসঙ্গ পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যতীত এ অর্জন কখনও সম্ভব হবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক উপজেলায় একটি সরকারি স্কুল ও সরকারি কলেজ আমরা করব, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং যেসব এলাকায় কোনো সরকারি স্কুল-কলেজ নেই তার

■ পৃষ্ঠা ১২ : কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তালিকা আমরা করেছি। পরে বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসংখ্যা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছেও আমাদের রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা সারা দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষেই তার সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেমন দেশের দুর্গম চরাঞ্চলে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে বসবসকারী জনগণ রয়েছে, যেখানে যাতায়াত করা অত সহজ নয়, সে সব জায়গাতেও আমরা শিক্ষার আলো জ্বালার পদক্ষপে নিচ্ছি। শিক্ষাখাতে সরকারের অর্থ ব্যয় প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলনে, 'এটাকে কখনও আমি খরচ মনে করি না। এটা হচ্ছে একটা বিনিয়োগ। যেটা জাতির পিতাই আমাদের শিখিয়ে গেছেন।' অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের হাত প্রধানমন্ত্রী এক লাখ টাকার চেক, মেডেল এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন।

তিনটি বয়স বিভাগে ভাষা-সাহিত্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার এবং বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ২০১৫ এবং ১৬ সালের মোট ২৪ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সোহরাব হোসাইন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা দেন। ২০১৫ সালের পুরস্কার বিজয়ীদের পক্ষে দিনাজপুরের শিক্ষার্থী শাকিল রেজা ইফতি এবং ২০১৬ সালের শিক্ষার্থীদের পক্ষে ঢাকার সিরাজুল মুস্তাকিম শ্রাবণী অনুভূতি ব্যক্ত করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পুরস্কার বিতরণ পর্ব পরিচালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা শিক্ষানীতিমালা প্রণয়ন করেছি, সেই নীতিমালায় প্রযুক্তি শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছি তেমনি ধর্ম শিক্ষাটাকেও বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি। অর্থাৎ সার্বজনীন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন, ছেলেকে বই কিনে দেবে (অভিভাবকগণ), মেয়েকে দেবে না; ছেলেকে পড়াব, মেয়েকে পড়াব না— এ বৈষম্য আমাদের সমাজে এক সময় ছিল। সেজন্যই আমরা বিনামূল্যে বই দেয়ার উদ্যোগ নেই। যদিও আল্লাহর রহমতে আমাদের সমাজ সেই বৈষম্যমূলক অবস্থান থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। মেয়েদের শিক্ষা ইতিমধ্যেই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলনে, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার বৃত্তি দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পয়সার অভাবে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীদের লেখাপড়া যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য এ উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজ ছেলে-মেয়েদের সৌভাগ্য তারা এক জায়গায় বসে গোটা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে জানার বা জ্ঞানার্জনের যে সুযোগ, সেই সুযোগ যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও বেশি করে পেতে পারে, সেই সুযোগটা আমরা করে দিতে চাই। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'প্রত্যেককে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। কারণ লেখাপড়া সব থেকে বড় সম্পদ। এর থেকে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই।'

প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অবশ্যই সক্ষম হবেন মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'যদি কারও নিয়ত থাকে— হ্যাঁ এটা আমি করব, তাহলে পথও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায়।'